বৈদিক যুগে নারীর অবস্থান ও পদমর্যাদা : একটি সমীক্ষা

কুণাল চক্রবর্তী

সহকারী অধ্যাপক, সুবর্ণরেখা মহাবিদ্যালয়

গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম

সারাংশ: *সামাজিক অগ্রগতি ও সুষ্ঠু বিকাশের ক্ষেত্রে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরও অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে। নারী ও পুরুষ উভয়ই সমাজের দুটি স্তম্ভ, যার উপর ভিত্তি করে মানব সভ্যতার বিকাশ উন্নতির চরম শিখরে উন্নীত হয়। দুটি স্তম্ভের কোন একটিকে অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে কেবলমাত্র একটি স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে সামাজিক পরিকাঠামোর বিকাশ কখনো সম্ভব নয় বরং তা মানব সভ্যতা বিকাশের পরিপন্থী। এই মানব সভ্যতা বিকাশের ক্ষেত্রে পুরুষের ন্যায় নারীদের সমান ভূমিকা রয়েছে। সামাজিক বিবর্তনের ফলে আমরা প্রাচীন যুগ থেকে উন্নত বর্তমান সমাজে উন্নীত হয়েছি। এই সামাজিক বিবর্তন নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অধিকারের বিবর্তনেও যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। সমাজের উন্নয়নে নারীদের অবস্থান ও ভূমিকা কি হবে তা নিয়ে বিভিন্ন পন্ডিত মহল ভিন্নমত পোষণ করেন । বর্তমান সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অধিকার যথার্থভাবে বুঝতে ও মূল্যায়ন করতে গেলে আমাদের জানতে হবে বৈদিক যুগে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও পদমর্যাদার ইতিহাস। বৈদিক যুগ বলতে আমরা ঋগ্বেদ ও বেদাঙ্গ সূত্রের মধ্যবর্তী সময় কালকে বুঝি। এই বৈদিক যুগে নারীদের সামাজিক অধিকার ও অবস্থান ছিল বেশ সম্মানজনক। সেই যুগে নারীরা শিক্ষার অধিকার ভোগ করতো পাশাপাশি তাদের উপনয়ন সংস্কারও হতো। তবে সেই সময়ে নারীদের সামাজিক অবস্থান আগাগোড়া এক ছিল না। সামাজিক বিবর্তন নারীদের অধিকার ভোগ ও পদমর্যাদার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। আমি আমার এই আলোচনা পত্রে বৈদিক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান তাদের পদমর্যাদা ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে তাদের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি।*

সূচক শব্দ: *নারী, নারীবাদ, বৈদিক যুগ, নারীর অধিকার*

যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অসংখ্য নারীদের আবির্ভাব ঘটেছে - কখনও মাতা, কখনও ভগিনী আবার কখনও ভার্যা রূপে। নারী হল এই সমাজকে দেওয়া পরমেশ্বরের এক অমূল্য উপহার। কেবল বর্তমান সময়ে নয়, সেই প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে নারীরা মানব সভ্যতার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সদর্থক ভূমিকা পালন করে আসছে। তাই বর্তমান সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা ও পদমর্যাদার যথাযথ উন্নতি বিষয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে বৈদিক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থানের ওপর।

Society Language and Culture

নারী মানব সভ্যতার বিকাশে একটি প্রধান স্তম্ভ, যাকে অন্ধকারে আচ্ছাদিত করে রাখলে মানব সভ্যতার বিকাশের অন্তরায় হবে। সেই নারীদের সামাজিক অবস্থান, ও পদমর্যাদা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

ঋক্ সংহিতার কাল থেকে বেদাঙ্গ রচনা অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত যে সুবিশাল প্রাচীন সাহিত্য ভারতীয় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক গৌরবময় যুগের সূচনা করেছিল তাকে বৈদিক সাহিত্য বলা হয়। সাধারণত বৈদিক সাহিত্যের যথাযথ সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিরোধের সীমা নাই তথাপি ঋকসংহিতায় ও বেদাঙ্গ সূত্রের রচনার মধ্যবর্তী সময়কেই বৈদিক যুগ বলা হয়। সুতরাং এই বৈদিক যুগের ব্যাপ্তি সতেরো থেকে আঠারো শতক।[১]

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হলো ঋগ্বেদ। ঋগ্বেদ বৈদিক সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। এই ঋগ্বেদে প্রাচীন ভারতের নারীদের সামাজিক অবস্থার বিবরণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উল্লিখিত রয়েছে। ঋগ্বেদে উল্লিখিত সুক্ত গুলির মধ্যে অন্যতম হল উষা সুক্ত। এই ঊষা সূক্তে দেবী ঊষাকে কোথাও সূর্যের পত্নী, কোথাও সূর্যের মাতা ও কোথাও আবার সূর্যের কন্যা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ঊষা অর্থাৎ ভোরের দেবী রূপমাধুর্য ও গুণে অসামান্যা রূপসী ও সুন্দরী। ঊষার দেহটিকে মায়ের নিজ হাতে স্নান করিয়ে রক্তবস্ত্র পরিহিত সুসজ্জিত কন্যার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[২] আবার কখনো ঊষাকে নির্লজ্জা নারীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।[৩] সদা হাস্যবদন স্ত্রী যেমন নিজের পতির সম্মুখে নিজের রূপ প্রকাশ করেন ঠিক তেমনভাবে উষাও নিজের রূপ উন্মোচন করছে –'জায়েব পণ্য উশতী সুবাসা ঊষা হস্রেব নিরিনীতে অপ্সঃ' (১/১২৪/৭)।[৪] এই দেবী ঊষা রাত্রির কালিমা ঘুচিয়ে এক নতুন ভোরের সূচনা করেন। ভোরের দেবী ঊষা কে রাত্রির ভগিনী রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও বর্তমান সমাজে পুত্র সন্তানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তথাপি সেই বৈদিক যুগে পুত্র সন্তানের ন্যায় কন্যা সন্তানদেরকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ঋক বৈদিক সমাজে পরিবারের পিতারা পুত্র ও কন্যা সন্তানদের মধ্যে কোন ভেদ দেখতেন না। তবে শাস্ত্রে উল্লিখিত ষোড়শ সংস্কার এরমধ্যে গর্ভধারণ নামক যে সংস্কার রয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হলো পুত্র সন্তান লাভ করা। এছাড়া অথর্ববেদে পুত্র সন্তানের জন্য বিশেষ মন্ত্র উল্লেখ রয়েছে, তথাপি সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজে পুত্র সন্তানের পাশাপাশি কন্যা সন্তানদেরও যথেষ্ট সম্মান ও অধিকার ভোগে বিশেষ বাধা ছিল না। সেই যুগে নারীরা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার পেত - "স্বয়ং সা মিত্র বণুতে জনে চিৎ"(১০/২৭/১২)।[৫]

পরকীয়া বা অবৈধ প্রণয় বর্তমান সমাজে প্রচলিত এক জ্বলন্ত ব্যাধি। কেবল বর্তমান সমাজে নয় সেই প্রাচীন বৈদিক সমাজেও পরকীয়া বা অবৈধ প্রণয়ের ভুরিভুরি উল্লেখ পাই। সূর্যকে ঊষার উপপতি (জারণ) রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। এই জারণ শব্দটির মধ্যে পরকীয়া বা অবৈধ প্রনয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। শুধু ঊষা সুক্তে নয় ঋকবেদের 'যমযমী সংবাদ'সূক্তে এক ভাইয়ের প্রতি কামাতুরা বোনের মিলনের আহ্বান রয়েছে যা সভ্য সমাজনীতির ব্যতিক্রমী। যমকে অবৈধ মিলনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য যমী বলেছেন-

“ও চিৎ সখায়ং সখ্যা ববৃত্যাং তিরঃ পুরূ চিদর্ণবং জগন্বান্।

পিতুর্নপাতমাদধীত বেলা অধি ক্ষমি প্রতরং দীধ্যানঃ”।।[৬]

Society Language and Culture – A Multidisciplinary Peer-Reviewed Journal
Second Year I Fourth Issue I ISSN - 2583-0341
A Unit of Society, Language and Culture Trust

এছাড়া 'নাভানেদিষ্ট' সূক্তে পিতা ও কন্যার অবৈধ সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে।[৭]

বৈদিক যুগে নারী শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র পুরুষরা নয় নারীরাও শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করত। প্রাচীন যুগে নারীদের উপনয়নাদি সংস্কারেরও উল্লেখ আছে। শুধু যে বেদ অধ্যায়নে এই নারীরা সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সে যুগে নারীদের সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ও যুদ্ধে অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তের উল্লেখ রয়েছে। ঋকবেদের আশ্বিন সূক্তে রাজা গেলের রানী বিশপলার বীরত্বগাথার উল্লেখ রয়েছে।[৮] ঋকসংহিতায় (১০/১০২/২) মন্ত্রে মুদগলের স্ত্রী মুদগলানীর বীরত্বব্যঞ্জকের উল্লেখ আছে। তিনি যুদ্ধের সময় তার স্বামীর রথের সারথি হিসাবে রথচালনা করতেন। এছাড়া ঋকসংহিতায় বিভিন্ন সূক্তে উল্লেখ রয়েছে যে, সে যুগে দাস বর্ণের সক্ষম নারীরা সামরিক বাহিনীতে যোগ দিতেন এবং সরাসরি যুদ্ধ করতেন। এছাড়া বৈদিক যুগে উচ্চশিক্ষিতা নারীরা 'সভার' সদস্য হিসাবে সভাতে যোগদান করতে পারতেন। কেবল সামরিক বিদ্যা নয়, ললিতকলায় পুরুষ ও নারী উভয়েরই অধিকার ছিল, তবুও নৃত্য, গীত ও বাদ্য নারীর শিক্ষণীয় কলাবিদ্যা হিসাবে গণ্য করা হত- "নৃত্যং গীতং স্ত্রীণাং কর্ম"। সীবন, বয়ন, পশমের কাজ এবং বস্ত্রালংকার বা এমব্রয়ডারীকে শতপথ ব্রাহ্মণে নারীর কলাবিদ্যা রূপে উল্লেখ করা হয়েছে -" তত্র বা এতৎ স্ত্রীণাং কর্ম যৎ ঊর্নাসূত্রং কর্ম"। বস্ত্রালংকার বা এমব্রয়ডারি বৈদিক যুগে বেশ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এই কাজকে 'পেশস্করণ' বলা হত এবং এই 'পেশস্করণ' কাজের সাথে যুক্ত বালিকা বা যুবতীকে 'পেশস্করী' বলা হত। সুতরাং সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে নারীদের শিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হতো।[৯]

আমরা বৈদিক যুগে নারীদের বিবাহ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। ঋকবেদের বিবাহ সংক্রান্ত মন্ত্রগুলি বিবাহবন্ধনের পবিত্রতা ও গভীরতা এবং পরিবারে পত্নীর সম্মানিত অবস্থান সূচিত করেছে। ঋকবেদের একটি মন্ত্রে নববধূকে আশীর্বাদ করে বলা হয়েছে তুমি শ্বশুর শাশুড়ি ননদ এবং দেবরের সম্রাজ্ঞি হও-

"সম্রাজ্ঞী শশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব।
নন্দান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।। "

বৈদিক যুগে আমরা কন্যাপণের উল্লেখ পায়(১/১০৯/২)।[১০] তবে সেই যুগে নারীরা নিজেই নিজের জীবনসঙ্গীকে নির্বাচন করতে পারতেন, তবে সেই যুগে বাল্য বিবাহ প্রচলন ছিল না বললেই চলে (১০/২৯/১১,১২)।[১১] ঐতরেয় ব্রাহ্মণে প্রজাপতির কন্যা সূর্যার বিবাহের সময় তার পিতা প্রজাপতির দ্বারা অনুষ্ঠিত স্বয়ংবর সভায় সূর্যা সোমকে পতিরূপে গ্রহণ করেছিলেন।[১২] সেই যুগে পুরুষেরা একের অধিক পত্নী গ্রহণ করতে পারতেন, তবে নারীদের একাধিক পতি গ্রহণের খুব একটা প্রচলন ছিল না। তবে কোনো নারীর স্বামী মারা গেলে তিনি পুনরায় বিবাহ করতে পারতেন অর্থাৎ সেই যুগে বিধবা বিবাহের প্রচলনের একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[১৩] তবে অথর্ববেদে উল্লেখ আছে যে নারীর পূর্বে পতি ছিল সে যদি দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করত তবে তাকে পঞ্চৌদন অর্থ দান করতে হতো। বিবাহের পর নারীরা কোন অবস্থাতেই পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে ফিরে আসতে পারত না। সেই সমাজে যদি কোন নারী বিবাহ না হতো তাকে নিচু চোখে দেখা হতো এমনকি

সামাজিকভাবে তাদের এক ঘরে রাখা হতো। তবে কোনো মেয়ের শরীরে যদি কোন খুঁত থাকতো তাহলে তাকে বিবাহ দেয়ার জন্য যৌতুকের প্রয়োজন হতো।

বিবাহের পর স্বামীর যে স্বাধীনতা ছিল নারীদের তা ছিল না। বিবাহের পর নারীরা কর্তব্যের বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তবে বিবাহিত পুরুষেরা ছিল সেই কর্তব্যের বেড়াজাল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। বিবাহের পর সমস্ত পরিবারের দায়িত্বের ভার অর্পিত হতো সেই নববধূর ওপর। তবে তাকে তার শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুর থেকে বেরোনোর কোন অধিকার ছিলনা। সে যুগে তাকেই সতী স্ত্রী রূপে গণ্য করা হতো যে স্বামীকে তুষ্ট করে, পুত্র সন্তানের জন্ম দেয় এবং স্বামীর মুখের ওপর জবাব দেয় না। সংসারে নারীর একমাত্র প্রধান কর্তব্য হলো পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়া (আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/১০/৫১-৫৩)।[১৪] তবে যদি কোন স্ত্রী পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারে তবে তাকে ত্যাগ করার বিধান ঋকবেদে পাওয়া যায়- 'নিঃসন্তান বধূকে বিবাহের ১০ বছর পর ত্যাগ করা যায়, যে স্ত্রী কেবলমাত্র কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় তাকে ১২ বছর পর ত্যাগ করা যায়। মৃতবৎসা কে ১৫ বছর পর এবং কলহ পরায়ণাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করার বিধান রয়েছে(বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২/৪৬,আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ২/৫/১২)।[১৫]

ঋক বৈদিক যুগে নারী হরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। পুরুমিত্রের কন্যাকে নিয়ে বিমদের পালানোর উল্লেখ আছে।[১৬] ঋকবেদের একটি সূক্তে উল্লেখ আছে যে কোন এক প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর জন্য প্রার্থনা করেছেন যে, যেন তার প্রেমিকার ভাই, আত্মিয়রা তার প্রেমিকাকে নিয়ে পালানোর সময় জেগে না থাকে, এমনকি রাস্তার কুকুর গুলোর জেগে না থাকার প্রার্থনা জানিয়েছে যাতে সে নির্বিঘ্নে তার প্রেমিকাকে নিয়ে পালাতে পারে।[১৭]

সেই প্রাচীন বৈদিক যুগের পরিবারের পিতা-মাতারা কেবলমাত্র জ্ঞানী পুত্রের অভিলাষ করতেন না, বিদুষী কন্যার জন্যও তাদের গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লেখ রয়েছে যদি কোন পিতা-মাতা বিদুষী কন্যা সন্তান ইচ্ছা করেন তাহলে তাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে - "অথ য ইচ্ছে দুহিতা মে পণ্ডিতা জায়েত" - যদি কেউ দীর্ঘায়ুযুক্ত বিদুষী কন্যা লাভ করতে চান তাহলে তিনি তাঁর পত্নীকে আজ্য (জমানো ঘৃত) মিশ্রিত তিল ও তন্ডুল রন্ধন করে সেবন করাবেন। বৈদিক যুগে সদ্যোবিধবা নারীরা মৃত স্বামীকে অনুগমন করবে কিনা তা অনেকটা তার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত বলেই মনে হয়। ঋকবেদে বিধবা নারীর মৃত স্বামীকে অনুগমনের কথার উল্লেখ নাই। কিন্তু অথর্ববেদ একটি মন্ত্র বলা হয়েছে-

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানাং।

নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্য প্রেতম্।। "

অর্থাৎ এই নারী পতিলোক পাবার প্রার্থনায় তোমার অনুগমন করতে প্রবৃত্ত। পরবর্তীকালে এই সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা সমাজের একটি আবশ্যিক প্রথা রূপে প্রচলিত হয়েছিল। পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামমোহন রায়ের অদম্য ইচ্ছা ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর প্রথা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হয়।[১৮]

বৈদিক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থানের পর্যালোচনা প্রসঙ্গে অন্তিম পর্যায়ে এসে এই প্রশ্নটিই সমাজের চোখে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করে জিজ্ঞাসা করে যে বর্তমান সমাজে তুলনায় কি বৈদিক সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান ও অধিকার সত্যিই কি বেশি ছিল? তবে তা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনার ইতি নেই। তবে বর্তমান সমাজে যেখানে কন্যাভ্রূণ হত্যা এক কলঙ্কিত অধ্যায়, সমাজের কাছে যা এক গর্হিত অপরাধ বলে গণ্য, সেখানে আজ থেকে বহু বছর পূর্বে সেই বৈদিক সমাজে পিতারা পুত্রের ন্যায় কন্যা সন্তানদের যথেষ্টভাবে মর্যাদার সাথে লালন-পালন করেছেন। তাদের শিক্ষাদান করে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। ঋকবেদে আমরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ঘোষা, অপালা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি বিদূষী নারীদের উল্লেখ পায় যারা আজ বর্তমান সমাজের কাছে বিশেষ দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যেমন পন্ডিত কন্যা লাভের জন্য পিতা-মাতার কি করনীয় তার উল্লেখ বৃহদারণ্যক উপনিষদে নিহিত আছে (৬/৪/১৩)।[১৯] সমাজের পটপরিবর্তনের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের যে বিবর্তন- সেই বিবর্তিত পিতৃতান্ত্রিক সমাজেও নারীদের যথেষ্ট সম্মান ও স্বাধীনতা ছিল। সেই প্রাচীন যুগে নারীদের বিবাহ প্রথায় অংশগ্রহণ আবশ্যিক ছিল না,তারা আজীবন পিত্রালয়ে থেকে উচ্চশিক্ষায় রত হতে পারত, কিন্তু পরবর্তীকালে তা যেন আবশ্যিক কর্মে পরিণত হয়েছে।

সেই যুগের নারীরা কেবলমাত্র বেদ অধ্যায়নের মধ্যেই নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখে নি, সামরিক যুদ্ধ ও ললিতকলার ক্ষেত্রেও তারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। তবে এ-সবের মধ্যেও কোথাও যেন নারীদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের ক্ষেত্রে তাদের পায়ের মধ্যে যেন এক অদৃশ্য শিকল পড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। নারী-পুরুষের থেকে বেশি জ্ঞানী হবে, বিজ্ঞ হবে, তর্কে পুরুষদের সমকক্ষ হবে- তা সে যুগের পুরুষেরা মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। সমাজের রক্ষণশীলতার মুখোশটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়েছে। তাই বিদূষী গার্গীর সঙ্গে তর্কে কোণঠাসা হয়ে পড়া যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তিতে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে -'আর প্রশ্ন করোনা তোমার মাথা খসে পড়ে যাবে ।এ যেন এক অমোঘ নিষেধ বাণী তুমি নারী তোমার অধিকার একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ তার লঙ্ঘন করা কেবল অন্যায় নয়, ঘোরতর অপরাধ।

আমরা যতই নারী স্বাধীনতা ও সাবলীলতার কথা বলি না কেন নারীদের স্বাধীনতার বিচরণ ক্ষেত্র টা খুব একটা বিশাল ও সুখকর ছিল তা না। সে ছিল কেবল পুরুষের ভোগ্য বস্তু আর পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ায় যেন তার প্রধান কর্তব্য। যদি সে সেই কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হতো তার ওপর নেমে আসতো কঠোর শাস্তি। যার হাত ধরে, সাত পাক ঘুরে এই অপরিচিত শ্বশুরালয়ে পাড়ি দেওয়া, সেই কর্তব্য থেকে বিচ্যুতির জন্য তার সেই পরমেশ্বর তুল্য পতি তাকেৎত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করতেন না। বর্তমান সমাজের ক্ষেত্রে তার যে অন্যথা হয় না বরং তা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে তা সমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই বোঝা যায়।

তবে বৈদিক সমাজে লিঙ্গ বৈষম্য ছিল না। সেই সমাজে মহিলাদের যথেষ্ট সম্মানের চোখে দেখা হতো। যদিও পুত্রসন্তানের প্রাধান্য ছিল তবুও পুত্র-কন্যাদের মধ্যে তেমন কোনো ভেদাভেদ ছিল না। পুরুষের ন্যায় সে যুগের নারীরাও শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজ করত যা বর্তমান সমাজের কাছে আজ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। বিবাহ প্রথা যেটা বর্তমান সমাজে একান্ত কর্তব্য বলে মনে করা হয় কিন্তু সেই সমাজে ছিল তা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক। যদি কোন নারী মনস্থির করত যে, সে বিবাহ করবে না, কেবল

Society Language and Culture

উচ্চশিক্ষায় পারদর্শী হবে সেই সমাজ তাকে সেই অধিকারের এবং ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েছে। এমনকি তারা নিজেদের পছন্দমত জীবনসঙ্গীকে নির্বাচিত করতে পারত সুতরাং সেই যুগে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের স্থান ছিল বেশ সম্মানজনক। তাই মনুসংহিতাকার যথার্থই বলেছেন-

"যত্র নার্যাস্তু পূজ্যন্তে রম্যন্তে তত্র দেবতা।

যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ"।।

অর্থাৎ যে কুলে নারীগণের সমুচিত সমাদর করা হয় দেবতাগণ সেখানে প্রসন্ন থাকেন আর যে পরিবারে নারীদের সম্মান ও সমাদর করা হয় না সেখানে যজ্ঞাদি সকল ক্রিয়াকর্ম ব্যর্থ হয়।

তথ্যপঞ্জী

১. প্রবন্ধ সংগ্রহ, সুকুমারী ভট্টাচার্য, p-৮৩

2. ঋগ্বেদ ১/১২৩/১২

৩. ঐ ১/৪৬/৪

৪. ঐ ১/১২৪/৭

৫. ১০/২৭/১২

৬. ঐ ১০/১০

৭. ঐ ১০/৫১, ৫-৭.

৮. ঐ ১০/১০২/২

৯. বেদের যুগ, ধীরেন দেবনাথ, p- ৬৯

১০. ঋগ্বেদ ১০/১০৯/২

১১. ঐ ১০/২৭/১১-১২

১২. বেদের পরিচয়, যোগীরাজ বসু, p- ১৮

১৩. ঋগ্বেদ ১০/৪২/২

১৪. আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ১/১০-৫১-৫৩

১৫. বৌধায়ন ধর্মসূত্র ২/৪৬,আপস্তম্ভ ধর্মসূত্র ২/৫/১২

১৬. ঋগ্বেদ ১/২১২/৭; ১/১১৬/১

Society Language and Culture

১৭. ঐ ৭/৫৫/৫-৮

১৮ বেদের যুগ, ধীরেন দেবনাথ,pp ৪৭-৪৮

১৯. বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৬/৪/১৩

গ্রন্থপঞ্জী

১. তর্করত্ন, পঞ্চানন্ন অনুদিত ও সম্পাদিত, মনুস্মৃতি, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা.

২. দাস, দেব কুমার, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, শ্রী বলরাম প্রকাশনী, কলকাতা.

৩. দেবনাথ, ধীরেন, বেদের যুগ, গাঙচিল, কলকাতা.

৪. বসু, যোগীরাজ, বেদের পরিচয়, ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা.

৫. বিশ্বাস, দীধিতি, বৈদিক পাঠসঞ্চয়ন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩.

৬. ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রবন্ধ সংকলন (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), গাঙচিল, কলকাতা.

৭. ভট্টাচার্য্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা.

৮. সেন, শুক্লা, শ্রৌত পাঠ, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা.

Society Language and Culture